জনকণ্ঠ

৫৪

JAN. 22 2000

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মাধ্যমিক শ্রেণীর সংশোধিত পাঠ্যবই দিতে ব্যর্থ হয়েছে টেক্সট বুক বোর্ড

মাসুদ কামাল

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মাধ্যমিক শ্রেণীর সংশোধিত পাঠ্যপুস্তক বাজারে দিতে ব্যর্থ হয়েছে টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ। সংশোধিত বই প্রকাশিত না হওয়ায় অসাধু ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করছে পুরনো বাতিল হয়ে যাওয়া বই ছাত্রছাত্রীদের গছিয়ে দিতে। এ নিয়ে অনেক জায়গাতেই উদ্ভব হয়েছে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির। অসাধু এবং স্বার্থান্বেষী যেসব ব্যবসায়ী এবং বোর্ড কর্মকর্তাদের কারণে পাঠ্য পুস্তক নিয়ে এই জটিলতার সৃষ্টি তাদের বিরুদ্ধেও গৃহীত হয়নি কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

বছরের প্রথম দিন থেকে শুরু হয় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাবর্ষ। সে অনুযায়ী জানুয়ারির ১ তারিখ থেকেই বাজারে পাওয়া যাওয়ার কথা পাঠ্যপুস্তক। এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যই বিপুল অর্থ ব্যয়ে পোষা হয় 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' নামক মাথাভারি প্রতিষ্ঠানটি। দুর্নীতিতে আপাদমস্তক ভারাক্রান্ত সরকারী এ প্রতিষ্ঠানটি যথারীতি এবারও যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে বা কারা সেটি নির্ধারণেও ব্যর্থ হয়েছে তারা। এ প্রসঙ্গে বোর্ডের এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা বলেন, 'কেবল প্রকাশকদের একটি অংশকে দায়ী করলে অন্যায় হবে। আমাদেরও কিছু ঘাটতি রয়েছে। যথাসময়ে সব বইয়ের পজেটিভও তো আমরা দিতে পারিনি।' প্রকাশকদের অপর একটি অংশ অবশ্য বোর্ডের কেবল অপারগতাকেই নয়, সেই সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত মনোভাবকেও দায়ী করেছে। এ অংশের একজন নেতৃস্থানীয় বলেন, নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী যে বইগুলো আমাদের দেয়া হয়েছিল প্রকাশের জন্য সেসব বাজার জাতের জন্য অনেক আগেই আমরা রেডি করে রেখেছি। কিন্তু বোর্ড আমাদের বিক্রির জন্য ছাড়পত্র দিচ্ছে না। এভাবে তারা ছাত্রছাত্রীদের পুরনো বই কিনতে বাধ্য করছে প্রকারান্তরে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, এবার মাধ্যমিক শ্রেণীর মোট ৬০টি বই তারা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে নয়টি বই ব্যাপকভাবে সংশোধিত হয়েছে, ফলে এ সমস্ত বইয়ের পূর্ববর্তী সকল সংস্করণ বাতিল করা হয়েছে। ছয়টি বইয়ের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু অধ্যায় সংশোধন

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে

(১২-এর পাতার পর)

করা হয়েছে। এই ছয়টি বইয়ের ক্ষেত্রে পুরনো বই চলবে, তবে তার সঙ্গে বিক্রেতারা ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে একটি সংশোধনী পুস্তিকা দেবে। পুরনো বাতিল হয়ে যাওয়া নয়টি বই হচ্ছে—নবম শ্রেণীর মাধ্যমিক ভূগোল, কৃষি শিক্ষা, মাধ্যমিক বীজগণিত, উচ্চতর বীজগণিত, উচ্চতর জ্যামিতি, উচ্চতর ব্যবহারিক গণিত, বাণিজ্যিক ভূগোল, ব্যবসা উদ্যোগ এবং অষ্টম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান। এই বইগুলোর নতুন সংস্করণই কেবল চলবে, সে অনুযায়ী প্রশ্নপত্র হবে। সংশোধনী পুস্তিকা বা ডিউপার্টসহ যে ৬টি পুরনো বই কেনা যাবে সেগুলো হচ্ছে—ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত ও সামাজিক বিজ্ঞান, সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান, অষ্টম শ্রেণীর গণিত ও কৃষি বিজ্ঞান এবং নবম শ্রেণীর মাধ্যমিক জ্যামিতি।

আলোচিত এই ১৫টি বইয়ের একটিরও নতুন সংস্করণ বর্তমানে বাজারে নেই। ৬টি বই ডিউপার্টসহ পুরনো বই চলার কথা থাকলেও, খুচরা বিক্রেতারা ছাত্রছাত্রীদের ডিউপার্ট দিতে পারছে না। দুর্নীতিপরায়ণ অর্থলিপ্সু প্রকাশকরা ডিউপার্ট ছেপে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে সরবরাহ করতেও কৃপণতা করছে। সংশোধিত বই চাইতে গিয়ে অনেক জায়গাতেই ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা অপ্রীতিকর জবাবের সম্মুখীন হচ্ছেন। খুচরা বিক্রেতারা অশালীন ভঙ্গিতে অনেক জায়গায় বলছে—'সংশোধিত বই দিয়ে কি করবেন? তাতে তো শেখ মুজিব আর শেখ রাসেলের কাহিনী ছাড়া বেশি কিছু আর থাকবে না!' বৃহস্পতিবার নিউমার্কেটে এক অভিভাবক বলেন, 'শুনেছি বই পরিবর্তন হবে। কিন্তু বাচ্চাদের স্কুল শুরু হয়ে গেছে। স্কুল থেকে চাপ আসছে বই কেনার। তাই কিনছি। জানি, নতুন বই বের হলে আবার কিনতে হবে। কিন্তু কি করব?'

ঢাকা ল্যাবরেটরী স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, আসলে এটাই সম্ভবত অসাধু প্রকাশকদের মূল লক্ষ্য। তারা চাইছে পরিস্থিতির ফেরে ফেলে অভিভাবকদের পুরনো বাতিল বই কিনতে বাধ্য করতে। বিষয়টি বুঝে আমরা অবশ্য উল্লিখিত বইগুলো ছাত্রদের ক'দিন পরেই কিনতে বলেছি।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের শীর্ষ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, ৩১ জানুয়ারির মধ্যেই সংশোধিত ১৫টি বই আমরা বাজারে দিতে পারব। ৩-৪ দিনের মধ্যে এর বেশ কয়েকটিই বাজারে পাওয়া যাবে।